সংবাদ

তারিখ ... 18 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে

নতুন পে-স্কেলে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির অজুহাত দেখিয়ে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির পাঁয়তারা চলছে। টিউশন ফি বাড়ানো হচ্ছে দেড় থেকে দ্বিগুণ হারে। মিডিয়ার খবর হলো ইতিমধ্যেই ঢাকার নামিদামি বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত টিউশন ফি আদায় করতেও শুরু করে দিয়েছে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। কয়েকটি নামি স্কুলের সামনে তারা মানববন্ধন করে টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদও করছেন।

নতুন বেতন স্কেলের সঙ্গে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর কোন সম্পর্ক নেই। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পাক তাতে আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সেটা কোনভাবেই শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পকেট কেটে নয়। আসলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা নামক ব্যবসার মুনাফা বৃদ্ধির পাঁয়তারা করছে।

পে-স্কেল অনুযায়ী তাদের এমপিও বাড়বে। এরপর আবার টিউশন ফি বাড়িয়ে শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে কেন? বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি বাড়ানোর উদ্যোগ বেনিয়া মানসিকতার সমতুল্য। আমরা এর নিন্দা করছি।

আমরা আশা করব ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে যারা টিউশন ফি বাড়িয়েছে কিংবা বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে তাদের তালিকা প্রস্তুত এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুধু কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এখানে দায়িত্ব পালন যেন শেষ হয়ে না যায়।

প্রকাশিত খবরে, টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে এমন অনেক নামিদামি স্কুল-কলেজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিতেই এদের ফি আকাশচুম্বী আবার টিউশন ফি বাড়ানোর পাঁয়তারা। স্পষ্টই বোঝা যায়, শিক্ষার নামে ব্যবসা করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। নতুন বেতন স্কেল ঘোষণাকে এরা সেই লক্ষ্যেই ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। বহু আগে থেকেই টিউশন ফি, ভর্তি ফি, কোচিং ফি, পোশাক পরিচ্ছদ ফি, মিলাদ ও সরস্বতী পূজা ইত্যাদি বাবদ হাজার হাজার টাকা এসব নামিদামি স্কুল অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করছে। এক কোচিং বাণিজ্যেই লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। অভিভাবক ফোরামের একজন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সেশন চার্জের নামে শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই আদায় করা হয়েছে ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এ বিপুল অঙ্কের টাকা কোন খাতে ব্যয় হয় অভিভাবকরা তা জানেন না। শিক্ষার্থীরা এ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধাই পায় না। এখন তো একে শিক্ষার নামে ব্যবসা বললেও কম বলা হবে। এ তো শিক্ষার নামে রীতিমতো ডাকাতি করে। তবে বিনা অস্ত্রে ডাকাতি!

এর পরেও শিক্ষা সচিব এবং মাউশির কর্মকর্তারা বেতন বৃদ্ধির কথা শুনছেন বলেই দায়িত্ব পালন শেষ করেছেন। দেখা গেছে, আর্থিক অনিয়মের খবরাখবর যদি বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায়, তখন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্ব শেষ করে। এমন অনেক কমিটি গঠন হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার প্রধানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। টিউশন ফি যারা বাড়িয়েছে এবং যারা বাড়াতে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেয়াই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখন মুখ্য কাজ।